02-08-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় উঠে মেডিটেশনে বসো, বিচার করো - আমি হলাম আত্মা, আমার বাবা হলেন বাগানের মালি বা মালিক, তিনিই কান্ডারী, আমি তাঁর সন্তান, মালিক হয়ে জ্ঞান রত্নের মন্থন করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি কথার গুরুত্ব দুনিয়াতেও আছে আর বাবার কাছেও আছে?

*উত্তরঃ - দানের। বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হয়ে সবাইকে দয়া করতে হবে । সবাইকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে । দানীদের অনেক মহিমা হয় । তাদের নাম খবরের কাগজেও বের হয় । তাই তোমাদেরও সবাইকে দান করতে হবে অর্থাৎ মেডিটেশন শেখাতে হবে ।

*গীতঃ- আমাকে সাহারা দিয়েছেন যিনি হৃদয় তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চায়...

ওম শান্তি । তাদেরই সাহায্য করা হয়, যারা ডুবতে থাকে, তাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা হয়, কেননা কান্ডারী নাম তো ভারতবাসীরা জানে । কান্ডারীর কাজ হলো ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা । বাচ্চারা জানে যে - ভারতবাসীদের তরী ডুবে রয়েছে । এখানে প্রতিটি কথাই ভারতবাসীদের জন্য। তিনি আর কোনো ভূখণ্ডের জন্য বলবেন না । এও তোমরাই বুঝতে পারো । সত্যনারায়ণের কথা অথবা অমরনাথের কথাও এখানেই হয় । তোমরা যখন ভোরবেলা মেডিটেশনে বসো তখন কাকে স্মরণ করো ? ভক্তিমার্গে তো কেউ কাউকে, কেউ আবার অন্য কাউকে স্মরণ করে । তাদের সকলের সাধনা হলো অযথার্থ। শেখানোর জন্য কান্ডারী বা বাগানের মালিক তো কেউই সেখানে নেই। গুরুরাও মেডিটেশন শেখান যে, এইভাবে - এইভাবে করো । তারা খুবই প্রচেষ্টা করেন স্মরণে রাখার জন্য। একে যোগ সাধনা বলা হয় । সে তো মানুষ, মানুষকে করায় । তোমরা এখন জানো যে, এই বাগানের মালি বা মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কাঁটার জঙ্গলের মালিক হলেন রাবণ। মায়া রাবণ কাঁটার জঙ্গল তৈরী করে । তোমাদের এই কথাও কেউ - কেউই মাত্র জানে । আবার ভুলেও যায় । মায়া সব ভুলিয়ে দেয় । মেডিটেশনে বসলেও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । মেডিটেশন কিভাবে করবে -- তাও বাবাই শেখান। তোমরা তো হলে কর্মযোগী । দিনে তো তোমাদের কর্ম করতেই হবে । এরজন্য কোনো বন্ধন নেই। দিনে কখনো মেডিটেশন হয় না । দিনে তো খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, কাজকারবার করতে হয় । সেই সময় তো স্মরণ থাকেই না । এমন তো অনেকেই বলে যে, সারাদিনই স্মরণে থাকি, কিন্তু এমন থাকা খুবই মুশকিল। বাবা অনুভব থেকে বলেন। অমৃতবেলার সময় সতোগুণী হয়, সেই সময় স্মরণ করা সহজ। অমৃতবেলার সময় সবথেকে ভালো । সারাদিনে তো নানারকম ঝামেলা চলতেই থাকে । হ্যাঁ, কর্ম করার সময় যদি স্মরণ স্থায়ী থাকে তাহলে সে তো খুবই ভালো, কিন্তু বাবা নিজের অনুভব বলেন, আমি চেষ্টা করি বাবার স্মরণে থেকে যেন তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি । মনের মধ্যে এই নেশা থাকে - আমি স্বয়ং বাবা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা), বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছি । আমি স্বয়ং মনুষ্য সৃষ্টির বাবা -- এমন চিন্তা করলে নেশা চড়তে থাকে । বাকি, আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে কথা বলবো - এই স্মরণ অতি কষ্টেই থাকে । বাবা তো নিজের অনুভব বলেন, তাই না । বাবা শেখানও। এ তো বাবা জানেনই যে, আমি হলাম বাগানের মালিক। বাগানের মালিক বা মালি তো অবশ্যই বাগানই তৈরী করবেন। কাঁটার জঙ্গল তো তৈরী করবেনই না । মালি কাঁটার বীজ তো লাগাবেই না । মালি সবসময় বাগানের মালিকই হয়, সে ফুলই লাগায় । তাই বাবাও ফুল লাগান। জঙ্গল তৈরী করে মায়া । মায়ার মতে চললে মানুষ কাঁটায় পরিণত হয় । তোমরা তো এই জ্ঞান পেয়েছো - বাবা হলেন বাগানের মালিক, তিনি কান্ডারীও, দয়ালুও, বীজরূপও। রাতে যখন বসে তখন চিন্তন চলে যে -- এ কতো বড় বাগান ! পূর্বে কতো ছোটো ছিলো । তাই যোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও চাই। মানুষের কাছে জ্ঞান তো কিছুই নেই। তারা অনেক প্রকারের যোগের অভ্যাস করে। কারোর না কারোর স্মরণে বসে থাকে । জ্ঞানের কোনো বিষয়ই নেই। কালী মায়ের স্মরণে বসে থাকলে কেবল কালী মায়ের মুখই সামনে আসবে । জগদম্বার স্মরণও করতে থাকে । সে সব হলো ভক্তি মার্গ। না সেখানে বাবার স্মরণ থাকে, না তাঁর উত্তরাধিকারের স্মরণ থাকে । মানুষ অনেক উপায়ে ভক্তি করে । মালা জপ করতে থাকে । কেউ তো আবার গুপ্ত জপ করে । আমাদেরও হলো গুপ্ত মালা । তাই এই নিয়ম ভক্তিমার্গে কতোভাবে চালাতে থাকে । বাবার ছোটবেলার অনুভব আছে । আমার বাবা যেমন মালা জপ করতেন, আমিও তাকে দেখে একটি ঘরে বসে মালা জপ করতাম। রাম - রাম জপ করতাম। ব্যস, তখন জ্ঞান কিছুই ছিলো না । বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে । অমৃতবেলায় এই মেডিটেশনে যদি বসার অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে খুব আনন্দ অনুভব হবে । বাবা নিজের অনুভবের কথাই বলেন। জ্ঞানেও রমণ করা হয় । এ কতো বড় বাগিচা । প্রথমে ছোটো ছিলো । বীজও স্মরণে এসেছে, আর বাগিচাও স্মরণে এসেছে । কিভাবে এই বাগিচা তৈরী হয় -- বাবার মধ্যেও এই জ্ঞান আছে,

আমাদের মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । সম্পূর্ণ বৃক্ষ এই বুদ্ধিতে এসে যায় । মনে এই মন্থন চলতে থাকে, একে মেডিটেশন বলা হয় । বাবার জন্যও খুশী, আর জ্ঞানেরও খুশী থাকে । দুইই স্মরণে আসে । ওই তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে মেডিটেশনে বসে না । তাদের তো অবশ্যই তত্ত্বের কথাই স্মরণে আসবে । ব্যস, তত্ত্বে লীন হয়ে যেতে হবে । রচয়িতা আর রচনার কথা তো তারা জানেই না । তাই তাদের আর এই বাচ্চাদের কথাই আলাদা ।

বাবা হলেন বীজরূপ - আমাদের এই নলেজ আছে । রাত জেগে চিন্তা করলে খুব ভালো ভালো চিন্তাধারাও আসবে । তখন বুঝতে পারবে যে, ভক্তিমার্গে মানুষ কি কি করতো । সেখানে কতো হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এখন তো তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, বাবাকে স্মরণ করলে তাঁর সমস্ত রচনা (কল্পবৃক্ষ) স্মরণে এসে যায় । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে এসেছি ।এখন আমরা আবার ঘরে ফিরে যাবো । ড্রামার এই চক্র ঘুরতে থাকে । বাচ্চারা জ্ঞান ধনকেও স্মরণ করে আর সেই ধন দাতাকেও স্মরণ করে । তোমরা যতো স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের অবস্থা পরিপক্ক হতে থাকবে । তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝাতে পারো - আমরা কিভাবে মেডিটেশনে বসি । মানুষ তো অনেক প্রকারের মত পেয়ে থাকে - অমুককে স্মরণ করো। এখানে আমরা সবাই এক মতে থাকি - একের স্মরণেই থাকি । ছোটো - বড় - বৃদ্ধ -- সকলেই এক মত পায় । মেডিটেশনে তো বসতে হয়, তাই না । আমি আত্মা তো পরমাত্মা হতে পারি না । আত্মা বলে - আমি ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে এসেছি, এখন ফিরে যেতে হবে । পরমাত্মা এমন কথা বলবেন কি ? তিনি তো পুনর্জন্মে আসেন না । তোমাদের কাছে যখন কেউ আসবে তখন তাকে তার অবস্থায় ফিরিয়ে আনো । যখন কোনো ভালো - ভালো লোক আসে, দেখো, তাদের বোঝার ইচ্ছা থাকলে এখানে নিয়ে এসো, তাদের বোঝাও যে, আমরা কিভাবে মেডিটেশন করি । রাতেও আমরা মেডিটেশন করি, আবার দিনেও মেডিটেশন করি । আমরা এক শিব বাবাকে স্মরণ করি । বাবার নির্দেশ হলো -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর রচনার চক্রকে স্মরণ করো । ৮৪ জন্মেরও গায়ন আছে । তাহলে অবশ্যই প্রথম - প্রথম দেবী - দেবতারা ছিলেন। তাঁদেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে । এই চক্রের রহস্য খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । আমাদের বাবা আর তাঁর রচনার এই চক্র স্মরণে থাকে । আমাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । আমাদের সকলের একই মত। আমরা শ্রীমতে চলি । ওই পতিত পাবন বাবাই এসে আমাদের অসীম জগতের স্বর্গের উত্তরাধিকার দান করেন। তাই সেই বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, তাই না । বাবার কাছেই আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । এরপর আবারও নেমে যেতে থাকি, অন্তে পতিত হয়ে যাই। বাবা হলেন রচয়িতা, তিনি তো রচনাকেই নলেজ দেবেন, তাই না । গড ফাদার ইজ নলেজফুল, তিনিই পতিত পাবন। তাই তিনি অবশ্যই পতিত দুনিয়াতে এসেই পাবন বানাবেন, তাই না । তোমরা যদি এভাবে কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। বলো, কেবল ভালো - ভালো বলে চলে যেও না, এ তো প্র্যাক্টিকালে আনতে হবে । মাথার উপরে জন্ম - জন্মান্তরের অনেক বোঝা আছে । তাই এতে সময় লাগে ।

তোমাদের বোঝাতে হবে - বাবা এসেছেন, মৃত্যু আমাদের সামনে, তাই গাফিলতি করলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না । শুভ কার্যে দেরী করা উচিত নয় । এখন তোমরা শিখে যাও। এই মেডিটেশনে বসলে তোমাদের খুব ভালো নেশা চড়ে যাবে । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের বাবা তো আছেন, তাই না । ভক্তি মার্গে তোমরা জন্ম - জন্মান্তর স্মরণ করে এসেছো । লৌকিক বাবা তো প্রতি জন্মে পরিবর্তন হয়, তবুও তোমরা অবশ্যই নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো, কেননা তিনি হলেন অবিনাশী বাবা । লৌকিক বাবার থেকে বিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় । অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় । আমরা এক শ্রী - শ্রীর শ্রীমতে শ্রেষ্ঠ তৈরী হই। আদি সনাতন তো দেবী - দেবতা ধর্মই। তার থেকে নানা বংশ বিস্তার হয় । সন্ন্যাসীদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এ হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এ হলো রাজযোগ।

ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা । তাই মেডিটেশনের জন্য বোঝাতে হবে -- বাবা আমাদের এভাবে মেডিটেশন শেখান। কোনো মনুষ্যকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না । ভগবান তো সকলেরই এক হওয়া উচিত, তাই না । তিনিই হলেন পতিত পাবন, তিনিই হেভেনলী গড ফাদার, আর তিনি এই ভারতেই আসেন। ভক্তিমার্গে তাঁর কতো বড় মন্দির বানানো হয়েছে । সেই শ্রী - শ্রীর মতেই আমরা শ্রেষ্ঠ তৈরী হই। এইসব কথা তোমরা বসে বোঝো । বাবা আর তাঁর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । এ আর অন্য কেউই জানে না । সত্যযুগের আয়ুই এতো বলে দেয় । ঝাড় বা বৃক্ষ যখন প্রথমে নতুন থাকে, তখন তাকে স্বর্গ বলা হবে । তারপর তা জর্জরিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এখন এই সমস্ত দুনিয়াই হলো নরক। কেবল ঘর - ঘর নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াই নরক। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে কাঁটাই লাগাতে থাকে । বাবা এসে আবার আল্লাহের বাগিচা তৈরী করেন। বাবা এসেই বেহস্ত বা স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা জানো যে, কাকে ফুলের বাগান

আর কাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । তোমরা এখন দৈবী ফুলে পরিণত হচ্ছো । তাই তোমাদের চিন্তন চলতে থাকা উচিত। বাবার মধ্যেও এই নলেজ আছে । বাচ্চাদের মধ্যেও এই নলেজ আছে । রাতে এমন চিন্তাধারা চালালে অনেক আনন্দ হবে, এমনভাবেই তোমরা বোঝাবে । বেচারারা কিছুই জানে না, তাই আমার দয়া হয় । ওরা 'ও গড ফাদার' বলে ডাকে কিন্তু তারা বাবাকে আর তাঁর রচনাকে জানে না । আমরাও এখন আল্লাহের বাচ্চা হয়েছি । বোঝানোর জন্যও খুব নেশা থাকা প্রয়োজন। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন থাকলে তোমাদের তা দান করা উচিত। মানুষ দানী ব্যক্তির খুবই মহিমা করে । পেপারেও খবর ছাপা হয় । যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারাই দান করে । তোমরা তো হলেই রিলিজিয়াস মাইন্ডেড। দানই যদি না করো, তাহলে কি প্রাপ্তি করবে ? দান তো অবশ্যই করতে হবে । জ্ঞান দান করা তো অতি সহজ। বাবা বলেন - আমি এইভাবে মেডিটেশনে বসি, এই দুনিয়ার চক্র এইভাবে ঘোরে । প্রথমে এক ধর্ম ছিলো । পরে এতো সব ধর্ম বের হয়েছে । এ সবই হলো বংশ। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে বসা উচিত। মানুষের যোগের খুব শখ থাকে । তোমরা বলো - আমাদের মেডিটেশন এসে দেখো । যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারা এই মেডিটেশনের টেকনিক দেখে খুশী হয় । যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারা কখনো পাপ করে না । তোমাদের কাছে তো বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্টস আছে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকে । কারোর তো আবার বুদ্ধির তালাই খোলে না । বাবাকে স্মরণ না করলে কিভাবে তালা খুলবে ? এ হলো খুবই সহজ কথা । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা কিভাবে স্মরণে বসি । মানুষ তো জানেই না যে, আমরা কাকে স্মরণ করি ! আমাদের শেখান স্বয়ং নিরাকার

পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সকলের বাবা । সেই পতিত পাবন গড ফাদার আমাদের রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা শেখো বা না শেখো, তোমাদের মর্জি । আমাদের সকলের তো একই মত । শ্রী - শ্রীর কাছ থেকে আমরা মত গ্রহণ করছি । এই হলো এইম অবজেক্ট। বাবা যেমন নলেজফুল, তেমনই বাচ্চারা । মনুষ্য থেকে দেবতা একমাত্র বাবাই তৈরী করেন। এমন - এমন বিচার করলে রাতে খুব আনন্দ হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অমৃতবেলায় উঠে স্মরণে বসে জ্ঞানের রমণ (মন্থন) করতে হবে । জ্ঞান ধনকেও স্মরণ করতে হবে আর জ্ঞান দাতাকেও স্মরণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরীয় নেশাতে থেকে সেবা করতে হবে । সবাইকে মেডিটেশন করার সহজ বিধি বোঝাতে হবে । একমত হয়ে থাকতে হবে ।

বরদানঃ- আত্মিক (রুহানী) প্রসন্নতার ভাইব্রেশনের দ্বারা সকলকে শান্তি আর শক্তির অনুভব করিয়ে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ ভব

পরমাত্ম প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ যে বাচ্চারা আছে, তাদের চেহারার দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রসন্নতার ভাইব্রেশন অন্য আত্মাদের কাছে পৌঁছায় আর তারাও শান্তি এবং শক্তির অনুভব করে । ফলদায়ক বৃক্ষ যেমন নিজের শীতলতার ছায়া দিয়ে মানবকে শীতলতার অনুভব করায় আর মানব প্রসন্ন হয়ে যায়, তেমনই তোমাদের প্রসন্নতার ভাইব্রেশন, তোমাদের প্রাপ্তির ছায়ার দ্বারা তন - মনের শান্তি এবং শক্তির অনুভব করিয়ে থাকে।

স্লোগানঃ- যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে, যে কোনো পরিস্থিতি তাদের কাছে খেলা বলে অনুভব হয় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;